দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন

পরিক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন ঃ একটি প্রত্যাশা

ডঃ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের এখন সবচাইতে বড় দুর্বলতা ও ব্যর্থতা হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বৃদ্ধি। সমাজের সর্বস্তরের দুর্নীতির মহাপ্লাবনে 'নকল' সমস্যাটি দেশের কর্তাব্যক্তিদের গায়ে সয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, পরীক্ষার কক্ষ থেকে নকলপ্রবণতার মূলোৎপাটন করতে না পারলে এদেশের ভবিষ্যৎ হাল ধরার মত যোগ্য লোকের আকাল দেখা দেবে। কারণ সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া দেশের সর্বময় কল্যাণ অসম্ভব। কোনমতে সময় কাটিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে বেশী দৃষ্টি না দেয়ার কৌশল গ্রহণ করেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু নকল বন্ধ না করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার পরিণতি ভয়াবহ। যুগ যুগ ধরেই এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী অভিভাবক ও শিক্ষার্থী নকল করার সুযোগ কামনা করে আসছে। কিন্তু এখন নকল যেন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই মুহূর্তে যদি নকল বন্ধ করা হয় তবে পরীক্ষায় পাসের হার ৯০ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ এখন যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় পাস করছে তার ৯০ শতাংশই নকলনির্ভর ছাত্র। যাদেরকে নকলের সুযোগ না দিলে পরীক্ষায়ই বসতে হবে না। এত ঘটা করে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শিক্ষা প্রশাসন জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ প্রয়াসে দিবালোকের মত স্পষ্ট নকল • দুর্নীতিকে না দেখার ভান করে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোককে এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রী সার্টিফিকেট দিয়ে দেশের শিক্ষিতের হার বাড়ানোর কেন মিথ্যা অহংকার সৃষ্টি করা হচ্ছে– তা ভাবতে বিবেকবান লোক মাত্রই আতংকিত না হয়ে পারে না। তাই এই মুহূর্তে সরকারের নকল সমস্যার দিকে কঠোর দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর নকল প্রথার উচ্ছেদে প্রথম সংস্কারটি করতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। কেন্দ্র নির্বাচনে সরকারকে অত্যন্ত সৎ, নিরপেক্ষ ও কঠোর মনোভাব নিতে হবে। যে কেন্দ্রে পরীক্ষার পরিবেশ নেই সেখানে কোন অবস্থাতেই কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না। শোনা যাচ্ছে, সরকার এবার কেন্দ্র নির্বাচনে কিছুটা দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অটল থাকার মত শক্তি ও সৎ সাহস সরকারের থাকবে কিনা সন্দেহ। এ নিয়ে জনমনে নানা কথা ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করে, কেন্দ্র পরিবর্তনের চাপ দিয়ে কেন্দ্র পরিচালকদের কাছ থেকে বেশী টাকা হাতিয়ে নেয়ার চিন্তা করা হয়। মোটা অংকের টাকা বকরা দিলে কেন্দ্র যথায়তথায় হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের ভূমিকাও কম নয়। এলাকায় নকল করার সুযোগ করে দিয়ে অনেক নেতৃবৃন্দ জনপ্রিয় হবার প্রচেষ্টা চালান। তাদের এলাকায় কেন্দ্র না থাকলে তারা অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু প্রকাশ্যে নকল হচ্ছে আর একজন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে– তার জন্য কোন অপমান, লজ্জা বা আতংক কোনটাই তাদের নেই। সরকার যদি কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সকল মহল সুস্থ চিন্তা করতে বাধ্য হবে। আর সাথে সাথে নকলের কারখানা হিসেবে খ্যাত যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তাব্যক্তিরা জাতির সাথে চরম প্রতারণা করছে, তাদের ব্যাপারেও কঠোর হওয়া দরকার। প্রকাশ্যে আর যেন নকল নামক দুর্নীতিটি না হতে পারে সে জন্য সরকারের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আসন্ন ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচনে সরকারকে কঠোর হতে হবে এবং দেশকে নকলমুক্ত করার সব ধরনের আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। এটা জনসাধারণের একটি বিরাট প্রত্যাশা– যা বাস্তবে রূপলাভের অপেক্ষায়।